মুজিবনগরে ইউএনওর নিরাপত্তায় আনসার মোতায়েন

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নিরাপত্তায় ৪ জন সশস্ত্র আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা সুজন সরকার শনিবার তার নিরাপত্তায় ৪ জন আনসার সদস্য প্রাপ্তির কথা নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, শুক্রবার থেকে আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই তারা দায়ত্ব পালন শুরু করে দিয়েছে। আনসার সদস্যরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সরকারি বাসভবনের সামনে ও ব্যাক্তিগত গার্ড হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার মধ্যরাতে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওয়াহিদা খানম ও তার বাবার উপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইউএনও ওয়াহিদা খানমকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দেখতে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে তাদের সরকারি বাসভবনে আনসার নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানান।

খোকসা উপজেলা আ’লীগ নেতার হুমকিতে কর্মস্থল ছাড়লেন ইউএনও

কুষ্টিয়ার খোকসায় এক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের পাশাপাশি হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আনেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মৌসুমী জেরীন কান্তা।

গত ৩ মে তিনি এর প্রতিকার চেয়ে জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেনের কাছে একটি চিঠি দেন। এরপর এক মাস পরেই তিনি বদলি হয়ে চলে যান। অভিযোগ রয়েছে প্রভাবশালী মহল সুবিধা না পেয়ে তাকে বদলি করে দেন।

জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি দেন। তবে এ চিঠির বিষয়ে কোনো তদন্ত না হওয়ায় ভয়ে কর্মস্থল ছেড়ে চলে যান ইউএনও। তার স্থলে যোগ দেন মেজবাহ উদ্দিন। তিন থেকে চার মাস তিনি এ উপজেলায় ছিলেন। তবে একটি সূত্র জানায়, আদিবাসীদের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ লুটপাটসহ করোনা প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় অভিযোগ ওঠায় তিনি চলে যান।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বেতবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাবুল আখতার বলেন, ইউএনও’র সাথে তিনি কোনো খারাপ ব্যবহার করেননি। বরং ইউএনও চেয়ারম্যানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। তার বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ ছিল অনিয়মের। এ কারণে তিনি বদলি হয়ে চলে যান।

জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, বিষয়টি আমাকে অবহিত করে একটি চিঠি দেন তখনকার ইউএনও। এরপর চেয়ারম্যানকে তলব করা হয়। পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে মাফ চেয়ে নেন।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর তীরে তৈরি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিনন্দন পার্ক

কুষ্টিয়ার বড়বাজার গড়াই নদীর তীর সংলগ্ন এলাকায় পরিবেশবান্ধব পার্ক তৈরি করছে জেলা পরিষদ। প্রায় ৩৩ একর জায়গার ওপর এ পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। পার্কটির নাম দেয়া হয়েছে “জেলা পরিষদ পার্ক”।

ইতোমধ্যে পার্কের বাইরে এক হাজার নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। ভেতরে বড় এলাকাজুড়ে লাগানো হয়েছে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতের বৃক্ষ ও ফুলের গাছ। ‘জেলা পরিষদ পার্ক’ নামে এটি তৈরির কাজ পুরো দমে চলছে। পার্ক চালু হলে এখানকার দৃষ্টিনন্দন সবুজ পরিবেশ সবার চোখ জুড়াবে। বাইরে থেকে দর্শনার্থীদের জন্যও এটি উন্মুক্ত থাকবে।

জেলা পরিষদ সূত্র জানিয়েছে, পরিবেশের কথা বিবেচনা করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ এই দৃষ্টিনন্দন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ বড়বাজার এলাকায় গড়াই নদীর তীরে জায়গা নির্ধারণ করা হয়। সেখানে বালু ভরাটের পর প্রায় ৩৩ একর জায়গাজুড়ে প্রাচীর দেয়া হয়। চার বছর আগে মাহবুব-উল আলম হানিফ পার্কটির নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিয়ে দেন। এছাড়া জেলা পরিষদ তাদের নিজস্ব তহবিলের অর্থ দিয়েও কাজ করছে। এমপি নিজেই ঢাকার একটি ফার্ম থেকে পার্কের জন্য নকশা তৈরি করেছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গড়াই নদীর তীর ঘেঁষে পুরো দমে চলছে পার্কের নির্মাণকাজ। বাইরে নদীর পাড়ে লাগানো হয়েছে আমগাছ। চারপাশে রোপণ করা হয়েছে নারিকেল গাছের চারা। পার্কটির জন্য ২০ একরের বেশি জায়গা নির্ধারণ করে প্রাচীরের পাশাপাশি দুটি প্রবেশদ্বার দেয়া হয়েছে। ভেতরের নানা অংশে দৃষ্টিনন্দন গোলচত্বর তৈরি করা হয়েছে। পুরো এলাকার জন্য ভেতরে রয়েছে পাকা সড়ক। ইট-পাথরের ঢালাইয়ের গোল চত্বরে রোপণ করা হয়েছে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতির বৃক্ষ ও ফুলের গাছ।

জেলা পরিষদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মেজবাহুর রহমান বলেন, পুরোদমে কাজ চলছে। ভেতরে এখনও যেসব অংশে কাজ বাকি আছে, সেখানে ঢালাইয়ের কাজ চলছে। বাইরের যে অংশে বালু ভরাট করা রয়েছে সেখানেও গাড়ি পার্কিংসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি রবিউল ইসলাম বলেন, শিশুদের মানসিক ও শারিরীক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিনোদনস্থল গুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিনোদনের জন্য এই গড়াই নদীর পাড়ে বিশাল জায়গায় একটা পার্ক স্থাপনের চিন্তা অনেক আগে থেকেই ছিলো কুষ্টিয়া সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের। সেই চিন্তা থেকেই জেলা পরিষদের মাধ্যমে এখানে পার্ক নির্মাণ শুরু করতে যাচ্ছি।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, পার্কটি মূলত উদ্যান। বাণিজ্যিক বিষয় মাথায় নিয়ে পার্ক তৈরি করা হচ্ছে না। ইতোমধ্যে ছয় কোটি টাকার বেশি খরচ হয়ে পার্ক জেলাবাসীর বিনোদনের খোরাক মেটাবে।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে পাখিদের অভয়াশ্রম

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে শহরের সর্বত্র পাখিদের অভয়াশ্রম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাখিদের বাসস্থান তৈরির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এ উদ্যোগ নিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

এ উপলক্ষে শনিবার সকালে পৌর পানি শোধনাগার চত্বরে পাখিদের অভয়াশ্রম তৈরি কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মণি জানান, পৌর এলাকায় গাছের ডালে ডালে মাটির পাত্র স্থাপন শুরু করা হয়েছে।পর্যায়ক্রমে পৌর এলাকার সকল ওয়ার্ডে ১০ হাজার মাটির পাত্র স্থাপন করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ইয়াকুব হোসেন মালিক, দোকান মালিক সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের জগলু, পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মণি, মুন্সি রেজাউল করিম খোকন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জানিফ প্রমুখ।

মেহেরপুরে নতুন ১২ জন করোনায় আক্রান্ত, মোট ৫৬১ জন

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ১২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭ জন, গাংনীতে ৪ জন এবং মুজিবনগরে ১জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৬১ জনে।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৬ টি রিপোটের মধ্যে ১২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৬২৫ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৫ জন। এর মধ্যে সদরে ২৬, গাংনী ৩৩, মুজিবনগরে ১৬ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। তার মধ্যে সদরে ৬, গাংনী- ৫, মুজিবনগর
- ১)। সুস্থ হয়েছেন ৪২৯ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৯ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- সদর উপজেলার সুবিধপুর শিশিরপাড়ার হাসনা হেনা (৪৪), শহরের ফুলবাগান পাড়ার তহমিনা (৩০), শ্যামপুরের মাসুদ (২৪),মশিউর রহমান (৩৬), বিদ্যুৎ অফিসের জাহাঙ্গীর আলম (৪০),সদরের জাকির হোসেন (৫৬), পুলিশ লাইনের আবারত হোসেন (৫১), গাংনী চৌগাছার আমেনা খাতুন(৫২), সারা সকিনা (৭২), হোগলবাড়িয়ার রহিমা আফরোজ (১৮), গাংনী শহরের রুমা (২৮) এবং মুজিবনগরের সোনাপুর গ্রামের সানোয়ার খাতুন (৪৫)।

গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সময় দিচ্ছেন শিক্ষকরা

করোনাকালে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনীর চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের পৃথক পৃথক টীম গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পড়াশোনার খোঁজ নিচ্ছেন ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে মতামত দিচ্ছেন। শিক্ষকদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিভাবক ও সচেতন মহল।

শনিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাছ আলীর নেত্বৃতে

ঢেপা গ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পড়াশোনা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এসময় সিনিয়র শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক মি. প্রভুদান সরকার, সিনিয়র শিক্ষক মজনুর রহমান, সহকারি শিক্ষক সাধন কুমার মন্ডল ও সহকারী শিক্ষক আবু ছালের একটি দল সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থীরা কে কী করছে এবং বিদ্যালয়ের এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে কী করণীয় সে ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিদ্যালয় বন্ধের কারণে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে পারে আশঙ্কায় ব্যতিক্রমি উদ্যোগ নেন তারা। শিক্ষাথীদের খোঁজ খবর নেন এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হবার পরামর্শ দেন। সেই সাথে অভিভাবকদেরও সচেতন হবার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রধান শিক্ষক আক্কাছ আলী বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে। অভিভাবকদেরকেও সচেতন করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর শহীদ ড.সামসুজ্জোহা পার্কে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর সহযোগিতায় ও মাসুদ রানার উদ্যোগে ৭ হাজার বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। একই আজ শনিবার মেহেরপুর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল বাসেত অভীক, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উপ শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক হৃদয় খান, সাবেক মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক ইয়াছিন আরাফাত ফাহিম, সাবেক শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক সাঈদ রানা, ছাত্রলীগ নেতা রাকিব, মান্না, শাকিল, সবুজ, আহানুর প্রমুখ।

গাংনী যুবদলের সাবেক সভাপতি’র পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

গাংনী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মরহুম আক্তারুজ্জামান আক্তারের রুহের মাগফিরাত কামনায় স্বরনসভা ও পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার এর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান, আব্দুল হামিদ, আদনান মাস্টার, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেতা মোঃ আব্দুল্লাহ, জেলা কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখের আলী, ষোলটাকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান।

মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক লাইলা আক্তার বানু, উপজেলা মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক নাজমা আক্তার, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী যুবদলের আহবায়ক চপল বিশ্বাস সদস্য সচিব মোঃ জাহিদ, গাংনী

পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল হক, সদস্য সচিব এনামুল হক, পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মোঃ জামালউদ্দীন ও জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব এবং মরহুম আক্তারুজ্জামের ছোট ভাই সুজন উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আব্দাল হক। সভাপতির বক্তব্য রেজাউল হক মাস্টার জানান, বিএনপির এই দুর্দিনে দল জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে বিপদগ্রস্থ সকল নেতাকর্মীর পাশে থাকবে। আক্তারুজ্জামানকে বিএনপির নিবেদিত কর্মী ও নেতা উল্লেখ করে তার পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জাভেদ মাসুদ মিল্টন আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যার কারনে আসতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি এসে এই পরিবাবের সাথে দেখা করবেন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় আক্তারুজ্জামানের পরিবারকে ২লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সুজন দলের সবাইকে এই পরিবারের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।

গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজা সহ সাজাহান আলী মন্ডল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব।

শুক্রবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার তেরাইল গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। সে কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার ডাঙ্গের বাজার এলাকার আজিজুল হক মন্ডলের ছেলে।

র্যাব ৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এস আই বাবুল জানান,তেরাইল গ্রাম দিয়ে গাঁজা পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সাজাহান আলী মন্ডলকে আটক

করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত’র বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের পূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার এস আই হাবিব জানান, র্যাব কর্তৃক আটককৃত আসামীকে মাদক মামলায় মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে মিজানুর রহমান নামের অজ্ঞান পর্টির এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
শনিবার সকালে গাংনীর বামুন্দি বাজারের একটি দোকান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার কৃত মিজানুর রহমান (৩৫) বগুড়া জেলার আদমদিঘি উপজেলার সুদিন সর্দার পাড়া গ্রামের মৃত কোরায়েশ সর্দারের ছেলে।

পুলিশ জানায়, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার হোসেনাবাদ গ্রামের সাইফুল ইসলাম মোল্লার ছেলে মরিচ ব্যাবসায়ী জহুরুল ইসলামকে শ্যামলী পরিবহনে অচেতন নাশক ওষুধ দিয়ে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। এঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেন জহুরুল ইসলাম। মামলার ভিত্তিতে গাংনী থানার এসআই মোস্তফা জামান তাকে গ্রেফতার করে শনিবার জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

উল্লেখ্যঃ বৃহস্পতিবার সকালে হোসনেবাদ গ্রামের জহুরুল ইসলামকে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। স্থানীয় লোকজন জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে শ্যামলী পরিবহন থেকে তাকে নামিয়ে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে রেখে গেছে পরিবহনের লোকজন। মেহেরপুরের বিভিন্ন আড়ৎ থেকে মরিচ কিনে ঢাকায় নিয়ে যেতো সে। মরিচ কেনার জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তার নিকট ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।